ইউনিট ১

উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষানীতি
[Educational Policy in Developing Countries]

ভূমিকা

শিক্ষা জাতির জীবন শক্তিকে স্থিতিশীল করে। শিক্ষা সকল ধরনের উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষা একটি জাতির আশা-আকাঙ্খা রূপায়নের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের শক্তিশালী হাতিয়ার। উন্নত জীবন যাপন ও সমাজের অগ্রগতি সাধনে শিক্ষার ভূমিকা অন্যন্য। শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী করে তোলে। শিক্ষা ব্যক্তির সহজাত ক্ষমতা, গুণাবলি এবং সৃজনশীল সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়। শিক্ষা মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ জানতে ও বুঝতে সহায়তা করে। কর্তব্যজ্ঞান, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, মানুষে মানুষে মৈত্রী ইত্যাদি গুণ অর্জনে শিক্ষা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এবং পরিণামে প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়।

দেশের সার্বিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য দক্ষ, উৎপাদনক্ষম জনশক্তি গড়ে তোলার দায়িত্ব সরকারের। সরকার আপামর জনসাধারণের সহায়তায় শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য গণমুখি ও কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য নানা প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রায়াস পান। জনগণ ও সরকার চান এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা যা মানুষকে দেশ প্রেমিক হিসেবে গড়ে তোলে, নেতৃত্ব দানের গুণাবলি অর্জনে অদমনীয় প্রচেষ্টায় উজ্জীবিত করে। অর্থাৎ দেশপ্রেম, মানবতা, নৈতিক মূল্যবোধ, কায়িক শ্রমে মর্যাদাদান, নেতৃত্ব ও সংগঠনের চারিত্রিক গুণাবলি, সৃজনশীলতা, সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদি সবকিছুর বিকাশের মূলে রয়েছে শিক্ষা।

উপরোক্ত গুণাবলি রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় গড়ে তোলার জন্য দরকার দেশের সর্বস্তরের নাগরিক কর্তৃক গৃহীত জাতীয় কল্যাণকর একটি দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষানীতি। এরূপ দীর্ঘ মেয়াদী শিক্ষানীতি প্রণয়নে যে সব বিষয় থেকে দিক দর্শন এবং নীতি নির্দেশনা পাওয়া যায় তা হল: (ক) শিক্ষানীতি প্রণয়নের বিবেচ্য দিক, (খ) শিক্ষানীতি নির্ধারণী উপাদান, (গ) স্থানীয়, বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে গৃহীত প্রধান প্রধান ইস্যু/সমস্যা, (ঘ) শিক্ষানীতির প্রভাব এবং (ঙ) বিভিন্ন দেশের শিক্ষানীতির আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ।

বর্তমান ইউনিটে আমরা শিক্ষানীতির সর্বজনীন (Global) বৈশিষ্ট্য, শিক্ষানীতি প্রণয়নের বিবেচ্য দিক, শিক্ষানীতির উপাদান, প্রভাব বিশেষ করে আঞ্চলিক দেশসমূহের শিক্ষানীতির প্রধান প্রধান দিক নিম্নোক্ত পাঠগুলোর মাধ্যমে আলোচনা করব।

পাঠ- ১.১: শিক্ষানীতি প্রণয়নে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে মত বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা

পাঠ- ১.২: শিক্ষানীতি প্রণয়ন: বিবেচ্যদিক ও উপাদান

পাঠ- ১.৩: স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষানীতি: বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও প্রভাব

পাঠ- ১.৪: ভারতের শিক্ষানীতির প্রধান প্রধান দিক

পাঠ- ১.৫: বাংলাদেশের শিক্ষানীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

পাঠ ১.১ শিক্ষাক্রম প্রণয়নে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে মত বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- শিক্ষানীতি প্রণয়নে বিভিন্ন দেশের শিক্ষানীতি সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন, কর্ম-অধিবেশনের কার্যবিবরণী, নীতি নির্ধারণী বক্তৃতার সারকথা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করতে পারবেন;
- শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিতে কোন কোন ধরনের বিশেষজ্ঞকে অন্তর্ভুক্ত করতে হয় তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- শিক্ষানীতি প্রণয়নে জাতীয় গণমাধ্যমের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষানীতি প্রণয়নে বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবী ও সংগঠনের প্রতিনিধির সঙ্গে মত বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করতে পারবেন।
- শিক্ষক, ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ ও জাতীয় দৈনিকসমূহের সম্পাদকবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময়ে আবশ্যকীয়তার বিবরণ দিতে পারবেন।

বিভিন্ন দেশের শিক্ষানীতির প্রতিবেদন পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা

আমরা এই ইউনিটের ভূমিকাতে শিক্ষা কি, শিক্ষার কাজ কি এবং শিক্ষা কিভাবে মানুষকে পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী করে তোলে তা আলোচনা করেছি। বিভিন্ন দেশের শিক্ষানীতি পর্যালোচনার পূর্বে সমকালে শিক্ষানীতি বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা এখন একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষানীতি

শিক্ষার মাধ্যমে দেশের বর্তমান জনগোষ্ঠী ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মানব সম্পদরূপে গড়ে তোলার জন্য দেশের সর্বস্তরের জনগণ কর্তৃক গৃহীত এবং সরকার কর্তৃক সুপরিকল্পিতভাবে সুলিখিত, দীর্ঘমেয়াদী দিক দর্শন ও নীতি-নির্দেশনামূলক শিক্ষা কার্যক্রমকে শিক্ষানীতি বলে।

পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা

বিভিন্ন দেশের শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রতিবেদন, শিক্ষানীতি সম্পর্কিত কর্ম-অধিবেশনের কার্যবিবরণী, শিক্ষানীতি প্রণয়ন সম্বন্ধীয় নীতি নির্ধারণী বক্তৃতার সারকথা পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষানীতির ধারণাগত দিক, কার্যপদ্ধতি এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া কোন কোন বিশ্বজনীন বিষয় এবং স্ব স্ব দেশের শিক্ষার বর্তমান সবল ও দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ সমালোচনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম প্রণয়নের যে ক্ষেত্রগুলো নির্ভুল ভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছে তা জানা। অধিকন্তু বর্তমান চাহিদার সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্র সচল এবং কোনগুলোকে কিছু পরিমার্জন করলে সেগুলোও গ্রহণযোগ্য হবে তাও সনাক্ত করা। ঐ সমস্ত দেশের শিক্ষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কি কি সীমাবদ্ধতা এবং কি কি অন্তরায়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে পারেনি তা জেনে নিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা সম্পর্কে নীতি প্রণয়নের পূর্বেই জ্ঞাত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভের প্রত্যাশা/উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন দেশের শিক্ষানীতি পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন হয়।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিতে কোন কোন শ্রেণির বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত থাকবে?

দেশের শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিতে যে সব বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত হবেন তাঁদেরকে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন ও জনগণের চাহিদা ও সমকালীন বিশ্বের চাহিদা সমন্বয়করণের দক্ষতার অধিকারী হতে হবে। বর্তমান বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডার অতি দ্রুত বাড়ছে। এই বাড়তি জ্ঞান আঞ্চলিক ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ তাদের চাহিদার সাথে সমন্বয় করে প্রভূত অগ্রগতি সাধন করছে। সে কারণে দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাকে সমকালীন বিশ্বের জ্ঞান প্রবাহের তুল্যমানে উন্নীতকরণের সামগ্রিক জ্ঞান, দক্ষতা ও বিশ্লেষণের ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। আর তাঁরা যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবেন সেটি সর্বজনগ্রাহ্য, বাস্তবমুখী, কার্যকর, প্রবর্তনযোগ্য, দীর্ঘমেয়াদী হবে। উপরোক্ত বিষয়ে যাঁরা জ্ঞানে, দক্ষতায়, কর্মে অত্যন্ত নিপুণ তাঁরা হলেন–

শিক্ষানীতি প্রণয়ন বিশেষজ্ঞ

দেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি, সমকালীন বিষয়ে পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক, পেশাজীবী, চিন্তাবিদ, শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ, বিজ্ঞানী, কৃষিবিদ, প্রকৌশলী, শিক্ষক, প্রশিক্ষক, শ্রেণি শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষা সচেতন শিক্ষিত অভিভাবকবৃন্দ।

শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা দেশের সর্বস্তরের জনগণের অভিমত প্রদানের জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হয়। এতে প্রাপ্ত জনগণের মতামত ও মনোভাব পর্যালোচনা করে তা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

অপরাপর বিশেষজ্ঞের অভিমত গ্রহণ

এ ছাড়া শিক্ষানীতি প্রণয়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা/কর্মকর্তাগণ দেশের আঞ্চলিক/বিভাগীয় শহরের বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি, ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ, ধর্মীয়, সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, জাতীয় দৈনিকসমূহের সম্পাদকবৃন্দ সঙ্গে বিভিন্ন সভায় মিলিত হয়ে মত বিনিময় করে অত্যন্ত বিরল ও মূল্যবান মতামত সংগ্রহ করে শিক্ষানীতির বিভিন্ন অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। নিম্নে যে সকল ব্যক্তিবর্গের/সংস্থা শিক্ষানীতি প্রণয়নের সহায়তা করতে পারে তা সংক্ষেপে বিবৃত করা হল:

ক. শিক্ষানীতি প্রণয়নে জাতীয় গণমাধ্যমের ভূমিকা

শিক্ষানীতি প্রণয়ন একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটিতে দেশের সর্বস্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ যত বেশি হবে ততই নির্ভুল এবং গ্রহণযোগ্যতার মাত্রাও বাড়বে। দেশের সর্বস্তরের জনগণের কাছ থেকে ব্যক্তিগত ভাবে অভিমত গ্রহণ করা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ বিষয় এবং সকলের কাছ থেকে তথ্য পাওয়াও সহজ কাজ নয়। সহজে স্বল্প সময়ে ও ব্যয়ে দেশের সর্বস্তরের জনগণের অভিমত, প্রতিক্রিয়া, প্রস্তাব, পরামর্শ ইত্যাদি লাভের জন্য জাতীয় দৈনিকসমূহের মাধ্যমে জনগণের অভিমত আহ্বান করা হয়ে থাকে। আর এই প্রণালীটি বিশ্ব জুড়ে জন মতামত গ্রহণের বহুল প্রচলিত উপায়।

খ. বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবী ও সংগঠনের প্রতিনিধির সঙ্গে মত বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষানীতি প্রণয়নে বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবী ও সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষার একটি বিশেষ দিক (পেশাগত দিক) সম্পর্কে তাঁদের কি কি চাহিদা রয়েছে এবং বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় তা না থাকায় কি কি অসুবিধা হচ্ছে তা জানা যায় এবং তাঁদের চাহিদার

বিষয়গুলো শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত থাকলে তাঁদের পেশাগত দিকে কিরূপ প্রসার ঘটবে ইত্যাদি সম্পর্কে বহু বাস্তবমুখী তথ্য পাওয়া যায়। যেমন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির কলা কৌশল শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হলে পেশার উৎকর্ষ সাধিত হবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে ফলে দেশের সামগ্রিক উন্নতি ঘটবে। তা ছাড়া পেশাজীবীরা তাঁদের পেশার সবল ও দুর্বল দিক সম্পর্কে বাস্তবতার নিরীখে তথ্য প্রদান করতে পারেন, কারণ তাঁরা একান্তভাবে পেশার বিকাশে ও প্রসারে চিন্তাভাবনা করে থাকেন। উপরোক্ত কারণে বিভিন্ন পেশা ও সংগঠনের সঙ্গে মত বিনিময় একান্তভাবে প্রয়োজন হয়।

গ. শিক্ষক, ছাত্র, ধর্মীয় নেতা, সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও জাতীয় দৈনিক সম্পাদকবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময়ের আবশ্যকীয়তা

শিক্ষক, ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ শিক্ষার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কি কি জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ উজ্জীবীত করতে চায় এবং কিভাবে তা সম্ভব সে বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারেন।

বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময়ের মাধ্যমে ধর্মীয় ও সামাজিক কোন কোন বিষয়গুলো শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হলে ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যকলাপ ও অনুষ্ঠানাদি নির্বিঘ্নে পালিত হবে সে সম্পর্কে জানা যায়। ফলে সামাজিক সম্প্রতির বন্ধন মজবুত হবে এবং সামাজিক সংগঠনগুলোর কার্যাবলি জোরদার হবে। পরিণামে অসামাজিক কার্যকলাপ রহিত হবে এবং সকলের শান্তি হবে।

জাতীয় দৈনিক সম্পাদকবৃন্দের সঙ্গে শিক্ষানীতি প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তার মত বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষানীতিতে কি কি বিষয়, কিভাবে এবং কেন অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে তা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরে জনমনে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা সম্ভব হয়। পরিণামে শিক্ষানীতির সামগ্রিক প্রয়োজনীয়তা জনগণ উপলব্ধি করে এবং সফল বাস্তবায়নে স্ব স্ব দায়িত্বে আগ্রহী হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষানীতি বলতে কি বোঝেন?
২. বিভিন্ন দেশের শিক্ষানীতি পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা কি কি?
৩. শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিতে কোন কোন ধরনের বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত হবেন?
৪. শিক্ষানীতি প্রণয়নে জাতীয় গণ মাধ্যমের ভূমিকা কি কি?
৫. বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবী শিক্ষানীতি প্রণয়নে কি কি পরামর্শ প্রদান করে থাকেন?
৬. শিক্ষানীতি প্রণয়নে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা কি কি?
৭. ছাত্র-শিক্ষক শিক্ষানীতি প্রণয়নের কোন কোন দিকে কার্যকর অভিমত প্রদান করতে পারেন?
৮. ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ শিক্ষানীতি প্রণয়নে কোন কোন দিকে পরামর্শ দিতে থাকেন?
৯. দৈনিক সম্পদকবৃন্দের সঙ্গে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দের মত বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা কি কি?

পাঠ ১.২ শিক্ষানীতি প্রণয়ন: বিবেচ্য দিক ও উপাদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- শিক্ষানীতি প্রণয়নের বিবেচ্য দিকগুলো বিবৃত করতে পারবেন এবং
- শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রধান উপাদানগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন।

কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে হলে/রূপদান করতে হলে শিক্ষানীতি প্রণয়ন প্রয়োজন। শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হলে শিক্ষানীতি প্রণয়নের বিবেচ্য দিকগুলো সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা অপরিহার্য। সমকালীন বিশ্বের নানা দেশে শিক্ষানীতি প্রণয়নে বিবেচ্য দিকগুলো নির্ধারণে যে সব দিকের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে হয় সেগুলো নিম্নে ধারাবাহিকভাবে সংক্ষেপে বিবৃত করা হল:

জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য

কোন দেশের শিক্ষানীতি প্রণয়নের সময়ে ঐ দেশের বা সমাজের আবহমানকাল ধরে যে সব আচার আচরণ, অনুষ্ঠান, উৎস, চিত্তবিনোদন, ধর্মীয় রীতিনীতি ইত্যাদিকে শিক্ষানীতি প্রণয়নে যথার্থ স্থান দিতে হয়। অন্যথায় তা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।

জনগোষ্ঠীর জীবনদর্শন

দেশের জনসমষ্টির জীবন দর্শন শিক্ষা দর্শনে প্রতিফলিত হয়। দেশ কাল পাত্র ভেদে শিক্ষার কতগুলো চিরায়ত দিক রয়েছে- যেমন নৈতিক চরিত্র, চিরন্তন সত্য, নান্দনিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে মানুষের বহু যুগের ধারণা ও বিশ্বাস ইত্যাদি। এগুলো আবার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিধায় সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে হয়।

জনগোষ্ঠীর সামাজিক কর্মকাণ্ড

কোন দেশের জনগণের সামাজিক কর্মকাণ্ড বলতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিভিন্ন দল ও মতাবলাম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে কতগুলো সর্বজনীন আর্দশ ও মূল্যবোধের প্রতিফলন বোঝায়। শিক্ষায় এসব আর্দশ ও মূল্যবোধেরও প্রতিফলন ঘটে। সে কারণে শিক্ষাব্যবস্থায় এ সব আর্দশ ও মূল্যবোধের বিকাশের সুযোগ থাকতে হয়।

জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

শিক্ষার কিছু কিছু উদ্দেশ্য জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও নিয়মনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। আবার অনেক দেশে নাগরিকদের আশা আকাঙ্খা, জীবনবোধ, সময়ের চাহিদা, আগামী বিশ পঁচিশ বছরে দেশের আর্থিক পরিবর্তন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব ইত্যাদি বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হয়।

সমকালের নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অভিক্ষেপ

শিক্ষানীতি প্রণয়নের সময় সমকালীন জীবন ধারা, জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনীতি, মানব সম্পদ উন্নয়ন নীতি, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার কার্যক্রম, মানব সম্পদ উন্নয়নে দেশে ও বিদেশে বর্তমান ও ভবিষ্যত অভিক্ষেপ আগামী ২-৩ দশকে কিরূপ হবে তা আন্দাজ করে সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা।

উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলো ছাড়া সমকালে বিশ্বের শিক্ষাবিদগণ জীবনের বিশেষ বিশেষ চাহিদাগুলোকে শিক্ষানীতি রচনার বিবেচ্যদিক হিসেবে সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করার জন্য জোড়ালো ভাবে সুপারিশ

করেছেন। কারণ এগুলো বর্তমানে ও অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় উন্নয়নে সূচক (Parameter) হিসেবে গণ্য করতে হবে। এ ছাড়া এ দিকগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন বিশ্ব সম্মেলনে জোরালোভাবে বক্তব্য রাখা হয়েছে। নিচে এ বিবেচ্য দিকগুলো বিবৃত হল:

অপরাপর বিবেচ্য দিক

- শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ সাধন;
- পরিবেশগত সচেতনতা সৃষ্টি;
- জাতীয়তাবোধ জোরদারকরণ;
- শিক্ষা ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- জাতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য, পূরাকীর্তি ও লোকসাহিত্য সংরক্ষণ;
- স্ব-শিখন ও স্ব-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ;
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিণাম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি;
- সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশসাধন;
- আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রতকরণ;
- মূল্যবোধের বিকাশ সাধন এবং
- অন্যের মত প্রকাশে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন।

শিক্ষানীতি নির্ধারণী উপাদানসমূহ

আমরা শিক্ষানীতি প্রণয়নের বিবেচ্য দিক সম্পর্কে ইতিমধ্যে ধারণা লাভ করেছি এবং কতকগুলো ক্ষেত্র সম্বন্ধে জেনেছি এবং এদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছি। শিক্ষানীতি নির্ধারণে বিশ্বব্যাপী কতকগুলো উপাদান রয়েছে– এসব উপাদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষানীতি যে কোন দেশের শিক্ষা কর্মকাণ্ড আয়োজন ও পরিচালনার জন্য একটি দিক-দর্শন। এছাড়া শিক্ষানীতি একটি দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত দীর্ঘ মেয়াদী নির্দেশনামূলক দলিলও বটে। বর্তমান পাঠে আমরা শিক্ষানীতি নির্ধারণের বিশ্বজনীন উপাদানসমূহের মধ্যে প্রধান কয়েকটি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

শিক্ষা সম্বন্ধীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থা

বর্তমান বিশ্বে সকল দেশেই শিক্ষা সম্পর্কে কিছু সাংবিধানিক অঙ্গীকার রয়েছে যা শিক্ষানীতি নির্ধারণের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সবার জন্য শিক্ষা

দেশ থেকে নিরক্ষরতা সমূলে উৎপাটনের জন্য স্ব স্ব দেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে কার্যক্রম গ্রহণের অঙ্গীকার রয়েছে। ১৯৯০ সালের ৭-৯ মার্চ থাইল্যান্ডের যোমতিয়ানে অনুষ্ঠিত "সবার জন্য শিক্ষা" বিষয়ে বিশ্ব সম্মেলনের ঘোষণায় এতদ্ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার করা হয়েছে। যা শিক্ষানীতির অপর একটি উপাদান।

পরিবেশ সংরক্ষণ

দেশের সামগ্রিক প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে ১৯৯২ সালের রিও দ্য জেনিরো ধরিত্রী সম্মেলনের ঘোষণায় স্ব স্ব দেশে স্বাস্থ্যকর বাস উপযোগী পরিবেশ সংরক্ষণে ও গড়ে তুলতে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার রয়েছে। এটি শিক্ষানীতি নির্ধারণের অপর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন

মিশরের কায়রোতে ১৯৯৪ সালে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বলা হয় দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও শিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যহত করছে। এজন্য দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণের ব্যবস্থা শিক্ষানীতির অপর একটি সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

নারীর ক্ষমতায়ন

বেইজিং বিশ্ব সম্মেলনে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে যে ঘোষণা রয়েছে দেশের শিক্ষানীতির মধ্যে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা থাকা একান্ত প্রয়োজন, আর এটি শিক্ষানীতির একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্বজনীন উপাদান।

উপরোক্ত বিশ্বজনীন উপাদানগুলো ছাড়াও কতকগুলো সুনির্দিষ্ট উপাদান রয়েছে যেগুলো কোন দেশের শিক্ষানীতির উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। যেমন-

অপরাপর উপাদান

১. সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ও তার ব্যাপ্তীকাল;
২. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কাঠামো ও তার ব্যাপ্তীকাল ও শিক্ষা ধারা;
৩. শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মের স্থান এবং মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কোন স্তর পর্যন্ত চালু থাকবে তার দিক নির্দেশনা;
৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা সম্বন্ধীয় দিক নির্দেশনা;
৫. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কতটুকু ভূমিকা রাখবে তার দিক নির্দেশনা;
৬. শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ব্যবস্থাপনা ও পাঠ্যপুস্তক বিষয়ক দিক নির্দেশনা;
৭. বয়স্ক শিক্ষা/কন্টিনিউয়িং এডুকেশন সর্ম্পকে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা;
৮. শিক্ষার গুণগত মান সংরক্ষণ ও উন্নীতকরণের দিক নির্দেশনা;
৯. উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা;
১০. শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও শিক্ষকের মর্যাদা, অধিকার, স্বাধীনতা ইত্যাদির দিক নির্দেশনা;
১১. শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দিক নির্দেশনা;
১২. শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলা (ক্রীড়া) বিষয়ক দিক নির্দেশনা;
১৩. দূর শিখন ও শিক্ষায় বহু মাধ্যম ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা;
১৪. শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার ও তথ্য বিনিময় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা;
১৫. শিক্ষায় অর্থায়ন এবং সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারিত্ব;
১৬. শিক্ষা ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক অঙ্গীকারের দিক নির্দেশনা;
১৭. শিক্ষার সামগ্রিক মান বৃদ্ধির বর্তমান ও ভবিষ্যত দিক নির্দেশনা এবং
১৮. আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা লাভে শিক্ষার বিনিময়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষার কাজ কি কি?

২. শিক্ষা কিসের মূলে রয়েছে?

৩. শিক্ষানীতি কোন পাঁচটি ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে?

৪. জনগোষ্ঠীর সামাজিক কর্মকাণ্ড কি কি?

৫. অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় উন্নয়নের সূচকগুলো কি?

৬. শিক্ষানীতির বিশ্বজনীন উপাদান কি কি?

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষানীতি প্রণয়নের বিবেচ্য দিকগুলো কি?

২. শিক্ষানীতির বিশ্বজনীন ও সুনির্দিষ্ট উপাদানগুলো বিবৃত করুন।

পাঠ ১.৩

স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও সমস্যা বর্ণনা করতে পারবেন;
- আঞ্চলিক/বিভাগীয় পর্যায়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও সমস্যার বিবরণ দিতে পারবেন;
- জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও সমস্যা সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করতে পারবেন এবং
- শিক্ষানীতির প্রভাব সম্পর্কে সারগর্ভ বিবরণ দিতে পারবেন।

স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও সমস্যা

শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

কোন দেশ কর্তৃক গৃহীত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। এটিকে বর্তমানে Plan of Action বলে থাকে। এই Plan of Action শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত থাকে, যেমন- স্থানীয় পর্যায় (Local Level), জাতীয় পর্যায় (National Level), আঞ্চলিক পর্যায় (Regional Level), এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় (International Level) ইত্যাদি। এসব পর্যায়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে বিভিন্ন শ্রেণির সরকারী কর্মকর্তা, স্থানীয় জনগণ সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে জেলা ও থানা শিক্ষা অফিসারগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতি বাস্তবায়নে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

বাংলাদেশ

কোন কোন দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা একই শিক্ষা কর্মকর্তার অধীন থাকে। আবার কোন কোন দেশে পৃথক পৃথক শিক্ষা অফিসারের অধীন থাকে, যেমন- বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে ''থানা শিক্ষা অফিসার'' [Thana Education Officer (TEO)], মাধ্যমিক পর্যায়ে থানা প্রজেক্ট মনিটরিং অফিসার শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। শিক্ষানীতির সুপারিশমালায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কোন স্তরে শিক্ষার ব্যাপ্তীকাল কত বছর হবে এবং তা বাস্তবায়নে সরকারের দায়-দায়িত্ব এবং এলাকাবাসির দায়-দায়িত্ব এবং অংশীদারিত্ব কতটুকু তা সুনির্দিষ্টভাবে উভয়কে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে ও নিতে হয়।

ভারত

ভারতে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা শিক্ষা পরিকল্পনা, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে থাকে। স্থানীয় জনগণের সমন্বয়ে শিক্ষা কমিটি গঠিত হয় এবং এদের উপর বিদ্যালয় শিক্ষা উন্নয়নের অধিকাংশ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবক সংস্থাকে যথাযথ ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

পাকিস্তান

পাকিস্তানে স্থানীয় পর্যায়ে (জেলা পর্যায়ে) শিক্ষার সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করে জেলা শিক্ষা কতৃপক্ষ (District Education Authority)। এটি সাত সদস্য বিশিষ্ট কমিটি। প্রাদেশিক গভর্নরের প্রতিনিধি (Nominee) সভাপতি; জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সদস্য, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও

তথ্য ব্যবস্থাপনার প্রতিনিধি সদস্য, মিউনিসিপাল কমিটি চেয়ারম্যান সদস্য, দুইজন বিদ্যোৎসাহী সদস্য এবং জেলা শিক্ষা অফিসার সদস্য সচিব।

সমস্যা

- শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে এলাকাবাসীকে শিক্ষায় সচেতন করা কষ্টসাধ্য কাজ;
- শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন বিষয়ে অনেক সময় স্থানীয় জনগণের জন্য পরিচিতি প্রশিক্ষণের দরকার হয় এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, জনবল ও অর্থ যোগান বিলম্বিত হয়;
- দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাবে সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণ সম্ভব হয় না।
- সুষ্ঠু কর্ম পরিকল্পনা, দক্ষ জনবল, আর্থিক যোগান ইত্যাদির সহজলভ্যতার অভাবে বাস্তবায়ন ব্যহত হয়;
- ফেডারেল, প্রাদেশিক, বিভাগীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায়ে আসতে আসতে অনেক সময় উপকরণ ও অর্থ উভয়ই নিঃশেষ হয়ে যায়।

জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও সমস্যা

শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

শিক্ষামন্ত্রণালয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে শীর্ষ/মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার অঙ্গ সংস্থার সহায়তায় প্রণীত নীতির পর্যালোচনা, উন্নয়ন, গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য কিরূপ পরিমার্জন করতে হবে তা নিরূপণ করে পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করে। এসব কাজের বিভিন্ন মাত্রা- (জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ) যথাযথ কমিটি গঠন করে নিরূপণ করা যুক্তি সিদ্ধ পন্থা। তবে শিক্ষানীতির গুণগত মান উন্নীতকরণ বিষয়ে পেশাগত বিশেষজ্ঞকে সম্পৃক্ত করে অভিমত গ্রহণ করা উত্তম।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশের শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব এবং শিক্ষা বিভাগের সচিব রয়েছেন। উক্ত সচিবদ্বয় মূলত নীতি নির্ধারণ, অর্থায়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সামগ্রিক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে প্রণীত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় অধিদপ্তর, বিভিন্ন দপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত ও আধা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার সহায়তায় শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনা করে থাকে। শিক্ষা পরিকল্পনা ও শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব শিক্ষা অধিদপ্তরের।

সমস্যা

দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ে অভাব থাকায় নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও দপ্তরের মধ্যে একই কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। দ্বৈত ও দ্বিমুখী ব্যবস্থাপনার দরুণ কালক্ষেপণ হচ্ছে, ফলে স্থবিরতা সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষার উন্নতির স্বার্থে প্রশাসনিক পদ্ধতির সংস্কারও পুনর্বিন্যাস করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

ভারত

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড (Central Advisory Board of Education) শিক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা, উন্নয়ন, শিক্ষা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা ইত্যাদির ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার উন্নয়নে কি কি পরিবর্তন আনতে হবে তা চিহ্নিত করে। কার্যকরভাবে শিক্ষার পরিবর্তন আনতে হলে যথাযথ কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ এবং সব কাজের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নপূর্বক মানব সম্পদ গড়তে হবে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক

পর্যায়ে শিক্ষাবিদগণকে শিক্ষা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়ন করতে পারে।

সমস্যা

দক্ষ, পেশাগত বিশেষজ্ঞের ব্যস্ততা প্রয়োজনীয় উপকরণ ও অর্থের অভাব এবং প্রশাসনিক জটিলতার দরুণ সময়মত সকল প্রকার যোগান এক সঙ্গে পাওয়া যায় না বলে কাজের অগ্রগতি ব্যহত হয়।

আঞ্চলিক পর্যায়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও সমস্যা

আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক পর্যায়ে আঞ্চলিকতা, ভৌগলিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা, ধর্মীয় প্রভাব, সম্পদশালী ও দারিদ্র জনগোষ্ঠী, সর্বোপরি আঞ্চলিক ভাষার অতিরিক্ত প্রাধান্য ইত্যাদি অনেক সময় বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে। যেমন- ভারত, পাকিস্তান, কানাডা প্রভৃতি দেশে স্ব স্ব আর্থ-সামাজিক ও আঞ্চলিকতার প্রভাব শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া কোন কোন দেশে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠী শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করে থাকে।

উল্লেখিত অন্তরায় উত্তরণে জাতীয়ভাবে গৃহীত বৃহত্তর কাঠামোর আওতায় (Within the Broad Framework) কাঙ্খিত ক্ষেত্রগুলো অন্তর্ভূক্ত করে একটি সমঝোতা করা হয়। এতে যেমন দ্বন্দ্ব এড়ানো সম্ভব হয় তেমনি মূল কাঠামোর কোন বৈশিষ্ট্য ক্ষুন্ন হয় না।

প্রভাবকারী দল

শিক্ষা বিষয়ক যে কোন প্রকার রদবদলে এই প্রভাবকারী দল তাদের প্রভাব ফেলে থাকে। শিক্ষানীতি প্রণয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত দল/সংস্থার কর্মকর্তা প্রভাবকারী দলের সঙ্গে নিয়মিত আলাপ আলোচনা করে ঐক্যমতে উপনীত হতে পারেন।

শিক্ষানীতি প্রভাবের সারকথা

বিশ্বব্যাপী শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার যথাযথ বিকাশের সামগ্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করে শিখনে অগ্রগতি নিশ্চিতকরণের অবিরাম প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। আর এ ধরনের ব্যবস্থা প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তির বহুমুখী প্রতিভার বিশেষ বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধিত হয়। কারণ শিক্ষা মানুষকে সংবেদনশীল করে ও উপলব্ধি ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফলে জাতীয়তাবোধ, বিজ্ঞানমনস্কতা উদ্দীপ্ত হয়ে রাষ্ট্রীয় নীতি যেমন সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তা বোধের ধারণা ও অনুশীলন করে স্ব স্ব জীবনাদর্শকে শাণিত করে তোলে। শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মানের জনগোষ্ঠী গড়ে তুলে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে তরান্বিত করা। জাতীয় প্রগতি ও স্ব-নির্ভরতা অর্জনের জন্য গবেষণা অব্যাহত রাখা ও নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা। মোদ্দা কথায় শিক্ষা হল, যে কোন দেশ বা জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের এক অনন্য বিনিয়োগ। আর এই অনন্য বিনিয়োগ জাতীয় শিক্ষানীতির মূল/প্রধান চাবিকাঠি। এ ছাড়া শিক্ষানীতি দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের একটি সামগ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় দীর্ঘমেয়াদী দিক নির্দেশনামূলক জাতীয় কর্মকাণ্ডের দলিল। এই শিক্ষানীতির দলিলে দেশের ভবিষৎ শিক্ষা কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি, পরিসর, কাঠামোগত বিন্যাস, কর্মে নিয়োজিতকরণের দক্ষতা ইত্যাদি প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত

ধারাবাহিকভাবে বিবৃত থাকে। শিক্ষানীতির সর্বজনীন দিকের কিছু অংশ এখানে বিবৃত করা হল। তবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পটভূমির নিরিখে শিক্ষানীতির প্রকৃতি, পরিসর, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিভিন্ন হয়ে থাকে। শিক্ষানীতিতে শিক্ষার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষৎ প্রজন্মকে কিভাবে মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা হবে তা উল্লেখ থাকে। এটি হল রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত একটি দীর্ঘ মেয়াদী শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম।

এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হল দেশের একটি শিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক, দেশপ্রেমিক, নৈতিক, মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, প্রগতিশীল দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. Plan of Action কি? Plan of Action-এ কি কি থাকে?

২. বাংলাদেশের শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে কে কি দায়িত্ব পালন করবে বলে আশা করা হয়েছে?

৩. ভারতে স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে কে কি ভূমিকা পালন করে?

৪. স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের সমস্যা কি কি?

৫. বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও সমস্যা কি কি?

৬. ভারত ও বাংলাদেশের শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার তুলনামূলক বিবরণ দিন।

৭. আঞ্চলিক পর্যায়ে শিক্ষানীতি কিভাবে বাস্তবায়ন হয়ে থাকে?

পাঠ ১.৪ ভারতের শিক্ষানীতির প্রধান প্রধান দিক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ভারতের শিক্ষানীতি প্রণয়নের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন;
- ভারতের শিক্ষানীতির কার্ডিনাল পয়েন্টসমূহ বিবৃত করতে পারবেন;
- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষায় সুযোগের সমতা বিধান সম্পর্কে শিক্ষানীতির নির্দেশনা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ভারতীয় শিক্ষানীতি বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার পুনর্বিন্যাসে কি কি নির্দেশনা প্রদান করেছে তার বিবরণ দিতে পারবেন;
- শিক্ষানীতি প্রচলিত শিক্ষার কোন কোন দিকে নবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছে তা বিবৃত করতে পারবেন;
- শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কোন কোন দিকে অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধকরণের জন্য সুপারিশ রেখেছে তা বিবৃত করতে পারবেন এবং
- ভারতের শিক্ষানীতি শিক্ষার মান উন্নয়নে যে সব গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করেছে তা বিবৃত করতে পারবেন।

ভারতের শিক্ষানীতি প্রণয়নের পটভূমি

পটভূমি

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত উন্নয়নের লক্ষ্যে রাধাকৃষ্ণ শিক্ষা কমিশন, মুধালিয়র শিক্ষা কমিশন (১৯৫৩), কোঠারী শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) গঠনের মাধ্যমে শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। ভারতে স্বাধীনতা লাভের প্রায় চল্লিশ বছর পর ইউনিয়ন ''মানব সম্পদ উন্নয়ন'' (Human Resource Development) বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ''শিক্ষা বিভাগ'' ''ন্যাশনাল পলিসি অন এডুকেশন-৮৬'' শীর্ষক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে এবং ১৯৯০-৯২ সালে সংশোধিত Plan of Action (POA) প্রণয়ন করে। তা ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

''জাতীয় শিক্ষানীতি ৮৬'' তাৎপর্য

১৯৮৬ সালে ভারতের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষানীতি প্রণয়ন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার দীর্ঘ মেয়াদী একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দর্শন। এই শিক্ষানীতি সম্পর্কে দেশব্যাপী আলোচনা, শিক্ষাবিদগণের মতামত গ্রহণ, রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিতর্কের মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামত, পরামর্শ ইত্যাদি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিরীক্ষার পর "National Policy on Education 1986" কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রায় ৪০ বছর পর প্রথমবারের মত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতি ভারতের স্বাধীনতা উত্তর ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বিষয়ক পদক্ষেপ। এই শিক্ষানীতি ভারতের সর্বস্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে নানা প্রকার সুযোগ সৃষ্টিতে এক অভাবনীয় উদ্যোগ। এই নীতি প্রবর্তনের ফলে ভারতের পল্লী এলাকার ৯০% ভাগ শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়ন সূচিত হয়েছে। যেমন দেশের সকল প্রদেশের জন্য একটি সাধারণ শিক্ষা কাঠামো প্রবর্তিত হয়েছে আর এই শিক্ষা কাঠামোতে ১০+২+৩ বছরব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থা অধিকাংশ রাজ্যে অনুসৃত হচ্ছে।

সে সঙ্গে সকল বালক ও বালিকার জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ভারতের শিক্ষানীতির কার্ডিনাল পয়েন্ট

ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতির কার্ডিনাল পয়েন্টগুলো হল:

কার্ডিনাল পয়েন্ট

- সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, সবার জন্য শিক্ষা ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা;
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও নারী শিক্ষা;
- উচ্চতর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় জীন প্রযুক্তি ইত্যাদি।

অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা করা হয়।

রাজ্য সরকারগুলোকে স্ব স্ব রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় এগুলোর প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় সুযোগের সমতা বিধান

সুযোগের সমতা বিধান

ভারতের ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি ও ১৯৯০-৯২ সালের Plan of Action শিক্ষার সুযোগের সমতা বিধান সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা উল্লেখ করেছে তার মর্মকথা হল:

ভারতে সকল নাগরিকের শিক্ষার সম-অধিকার নিশ্চিতকরণের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা।

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার পুনর্বিন্যাস

জাতীয় শিক্ষানীতিতে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকল ছেলেমেয়ের শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের অর্থাৎ ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। পুনর্বিন্যাসকৃত শিক্ষা স্তরগুলো হল:

- প্রাক্-প্রাথমিক
- প্রাথমিক
- মাধ্যমিক
- বৃত্তিমূলক,
- উচ্চ শিক্ষা
- উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও দূর শিক্ষণ
- গ্রাম্য/পল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা-আর্থসামাজিক ও কর্মসংস্থানের এবং আন্তর্জাতিক চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে পুনর্বিন্যাসের নিরন্তর প্রচেষ্টা।

নতুন বিষয়বস্তু ও শিক্ষা প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিতিকরণ

নতুন বিষয়বস্তু

পরিবর্তিত সাংস্কৃতিক পটভূমিতে মূল্যবোধ শিক্ষা, ভাষা, যুবকদের নবতর ভূমিকা, পরীক্ষা পদ্ধতি ও মূল্যায়নের সংস্কার, কর্ম অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও পরিবেশ, জীন প্রযুক্তি, তথ্য প্রযুক্তি, কম্পিউটার, বিজ্ঞান, গণিত, খেলাধুলা ও শারীরিক শিক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে লক্ষ্যদলকে পরিচিত করিয়ে হালফিলকরণ।

ভারতের শিক্ষানীতিতে শিক্ষার মান উন্নয়নে গৃহীত অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশঃ

- **১৯৮৬-শিক্ষানীতি ও তৎপরবর্তী চিন্তাভাবনাঃ** জন জীবনের গুণগত মান উন্নয়ন, নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন, শিক্ষার প্রসার, শিক্ষা কাঠামো (১০+২+৩), দেশের জনগণকে দেশের মহামূল্যবান সম্পদ হিসেবে গঠন, জাতীয় লক্ষ্য- ধর্ম নিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র জনমনে আবাদ, নগর ও পল্লীর বৈষম্যতা হ্রাস, লাগামহীন জনসংখ্যা হ্রাস, বাসোপযোগী পরিবেশ গঠন ও সংরক্ষণ ইত্যাদি স্থান পেয়েছে।
- **শিক্ষার গুরুত্ব ও ভূমিকাঃ** শিক্ষা জাতীয় মূল দর্শন এবং সকল উন্নয়নের ভিত্তি। তা ছাড়া শিক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নানা স্তরের মানব সম্পদ গড়ে তুলে, স্ব নির্ভর জাতি গঠনের প্রধান নিয়ামক। মোদ্দা কথায় বলা যায় শিক্ষা হল বর্তমান ও ভবিষ্যতের এক অনন্য বিনিয়োগ।
- **জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাঃ** সংবিধানে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার নীতি বিধৃত রয়েছে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সাধারণ কাঠামো হল ১০+২+৩। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বৃহত্তর শিক্ষাক্রম কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সাধারণ উচ্চ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, অঞ্চল, দেশ ও বহির্বিশ্বের চাহিদা পূরণে সহায়ক এবং শিক্ষায় সকল অঞ্চলের অর্থবহ অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রয়েছে।
- **শিক্ষায় সুযোগের সমতা বিধানঃ** শিক্ষা লাভে কোন প্রকার বৈষম্যের স্থান নেই। অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থায় মহিলা, নিম্নবর্ণ, উপজাতি, সংখ্যালঘু, মানসিক প্রতিবন্ধী বিকলাঙ্গ এবং বয়স্ক সকলের সুযোগ প্রদানের অঙ্গীকার রয়েছে।
- **শিক্ষকঃ** শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যমনি হলেন শিক্ষক, এ পটভূমিতে শিক্ষা ব্যবস্থার যাবতীয় পরিবর্তন, পরিমার্জন, নবায়ন ইত্যাদির সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দকে পরিচিতি করিয়ে হালফিলকরণ অপরিহার্য। সে কারণে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
- **শিক্ষা ব্যবস্থাপনাঃ** শিক্ষার কার্যকারিতা অব্যাহত রাখার জন্য জাতীয়, প্রাদেশিক, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকলকে ওয়াকিবহাল করার ব্যবস্থাকরণ।
- **সম্পদ ও তার পুনর্নিরীক্ষণঃ** শিক্ষা ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য সম্পদের যথাযথ যোগান যথাসময়ে নিশ্চিতকরণ ব্যাহত হলে সকল প্রচেষ্টা, উদ্যোগ, আয়োজন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে পড়ে, তৎজন্য এ ক্ষেত্রে যেন কোন ভাটা না পড়ে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি ও তাৎক্ষণিকভাবে তা দূর করা একান্ত প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভারতের শিক্ষানীতি প্রণয়নের পটভূমি সংক্ষেপে লিখুন।

২. শিক্ষানীতির কার্ডিনাল পয়েন্ট কি কি?

৩. ভারতের শিক্ষানীতি বাস্তায়নে POA কত সালে প্রণয়ন করা হয়েছে?

৪. ভারতের শিক্ষানীতি কোন কোন শিক্ষাকে পুনর্বিন্যাস করতে পরামর্শ প্রদান করেছে?

৫. শিক্ষানীতি কোন কোন বিষয়বস্তু শিক্ষায় আওতাভুক্তকরণের সুপারিশ করেছে?

৬. ভারতের শিক্ষানীতি আর কোন কোন দিকে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করেছে?

পাঠ ১.৫ বাংলাদেশের শিক্ষানীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের শিক্ষানীতি প্রণয়নের পটভূমি সংক্ষেপে বিবৃত করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের শিক্ষানীতি কমিটির কার্য পরিধি বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষানীতি কমিটি কর্তৃক প্রণীত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বিবৃত করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণের বর্তমান অবস্থা ও মান উন্নয়নে শিক্ষানীতি কমিটির সুপারিশ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব ও মান উন্নয়নে শিক্ষনীতি কমিটির সুপারিশমালা বিবৃত করতে পারবেন।

বাংলাদেশের শিক্ষানীতি প্রণয়নের পটভূমি

শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

শিক্ষাকে জাতীয় কল্যাণের চাবিকাঠি এবং দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি। সুপরিকল্পিত, সময়োপযোগী, পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু শিক্ষানীতি ছাড়া শিক্ষার অগ্রগতি তথা জাতীয় অগ্রগতি অর্জন ব্যাহত হয়। শিক্ষানীতি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাসে সহায়তা করে এবং জাতীয় জীবনে নিয়ে আসে কাঙ্খিত পরিবর্তন।

কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়ন

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ক্ষমতা গ্রহণের উষালগ্নে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছিলেন যে শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি সম্ভব নয় এবং একটি সুস্পষ্ট শিক্ষানীতি ব্যতিরেকে জাতি লক্ষ্যহীনভাবে শিক্ষায় বিনিয়োগ করবে যাতে জাতির উন্নতি বাধাগ্রস্ত হবে এবং সম্পদের অপচয় হবে। এর প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার নানাবিধ অভাব ও ত্রুটি বিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশ দান এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার পথ নির্দেশের জন্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। পরবর্তীতে তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর এ বিষয়ে আর কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই। বর্তমান সরকার ১৯৭৪ সালে প্রস্তুতকৃত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একটি বাস্তব, গণমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কাঠামো

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একটি বাস্তব, গণমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে বিগত ১৪-০১-৯৭ ইং তারিখ প্রশাঃ ১/বিবিধঃ৫/৯৬/১৫৫–শিক্ষা সংখ্যক এক অফিস আদেশে সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর এম. শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে ৫৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মুহঃ ফজলুর রহমান সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কার্যপরিধি

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির TOR

ক. কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের প্রতিবেদন গভীর এবং নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে সেই প্রতিবেদনের বিভিন্ন প্রস্তাবসমূহকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে দেশের সর্বপ্রকার ও সর্বস্তরের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাদি পরীক্ষা করে একটি বাস্তবভিত্তিক সুষ্ঠু জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা এবং সরকারের অনুমোদনের জন্য তা পেশ করা।

খ. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্য যাবতীয় কার্যপদ্ধতি যথা- বিভিন্ন মহলের মতামত গ্রহণ করা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা;

গ. প্রয়োজনীয়তা অনুসারে এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন;

ঘ. নীতিমালা প্রণয়নের জন্য অন্যান্য যুক্তিযুক্ত কর্মকাণ্ড ও কার্যক্রম গ্রহণ করা।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিক্ষানীতি বিষয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষক, অভিভাবক, বিভিন্ন পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ, সংগঠন ও সমিতির সদস্যদের মতামত জানবার জন্য কমিটির চেয়ারম্যান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম শহর, যশোর, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, বগুড়া ও কুমিল-ায় মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। কমিটি মোট ২৪টি সভায় মিলিত হয়ে শিক্ষানীতির প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে। এই প্রতিবেদনে শিক্ষার যে সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রণয়ন করা হয় তা নিচে উপস্থাপন করা হল:

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীকে সচেতন করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো।
- দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, উৎপাদনক্ষম, সৃজনশীল করে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ন জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।
- কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।
- বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
- গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা।

- শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় করা ও এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা।
- জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা।
- দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
- বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা।
- শিক্ষায় জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে নারী পুরুষ বৈষম্য (Gender Bias) দূর করা।
- শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো।
- পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টি করা।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষক প্রশিক্ষণের বর্তমান অবস্থা

শিক্ষা ও শিক্ষকের মান উন্নয়ন এবং শিক্ষকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন প্রয়োজন। আমাদের দেশের প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই গতানুগতিক, অসম্পূর্ণ, সনদপত্র সর্বস্ব, তত্ত্বীয় বিদ্যা প্রধান, ব্যবহারিক শিক্ষা অপূর্ণ, মুখস্থ বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল এবং পুরনো পরীক্ষা পদ্ধতি বিরাজমান, তাই আশানুরূপ ফল লাভ হচ্ছে না। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ১০টি প্রশিক্ষণ কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য একটি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে। ১০টি প্রশিক্ষণ কলেজেই বি এড ডিগ্রি প্রদান করা হয়। দেশে ১৫টি প্রাইভেট প্রশিক্ষণ কলেজ রয়েছে। এ ছাড়া ১৯৮৫ সাল থেকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দূর শিক্ষণের মাধ্যমে প্রতি বছর বি এড ডিগ্রি প্রদান করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ৫৩টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। এগুলোতে এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে তা অপ্রতুল, চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত এবং যুগোপযোগী নয়।

সুপারিশ

শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে সুপারিশমালা

- শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আধুনিকীকরণ প্রয়োজন।
- প্রশিক্ষকদের পরিবর্তিত নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তনের আগেই নিজ নিজ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ধারণা থাকতে হবে।

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব

শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার মূল প্রাণবিন্দু শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও

গ্রহণযোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে এটাও কাঙ্খিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠে। তাই, পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাক্রমে এগুলোর প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হয়। মূলত শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঙ্খিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষার এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর সোপান হচ্ছে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকেই রচিত হয় পাঠ্যপুস্তক। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম।

সুপারিশ

মান উন্নয়নের সুপারিশমালা

- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি হবে এক ও অভিন্ন।
- প্রাথমিক স্তরের এ শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক (Competency Based) ও আবশ্যকীয় শিখনক্রমের (Essential Learning Continuum) ভিত্তিতে রচিত হবে।
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয়, সামাজিক, মানবীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে ও পাঠ্যসূচিসহ শিক্ষার প্রতিটি স্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মাতৃভাষা, আপন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটবে।
- আত্মকর্মসংস্থান ও শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থী যেন আগ্রহী হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন এবং দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন যেন হয় তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কমিটির অভিমত

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ, কর্তব্যবোধ, কৌতূহল, সৃজনশীলতা, অধ্যবসায়, সদাচার, ন্যায়নিষ্ঠা, পরমত সহিষ্ণুতা, মানবীয় কর্মকাণ্ডে সংবেদনশীলতা প্রদর্শন, সর্বোপরি বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ, কর্মে বিশ্বাস লালন করা ইত্যাদি গুণাবলি অর্জনের জন্য সকল ধরনের শিক্ষার মানোন্নয়নে সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নে সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের শিক্ষানীতি প্রণয়নের ভিত্তি কোনটি?

২. শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কাঠামো সংক্ষেপে লিখুন।

৩. শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির TOR কি কি ছিল?

৪. শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি কি?

৫. বাংলাদেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণের দুর্বল দিকগুলো কি?

৬. শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুণগত মান উন্নয়নে শিক্ষানীতি কমিটির সুপারিশগুলো বিবৃত করুন।

৭. শিক্ষাক্রম প্রণয়নে কি কি দিক বিবেচনা করতে শিক্ষানীতি কমিটি উল্লেখ করেছে?

৮. বাংলাদেশে শিক্ষাক্রমের মান উন্নয়নে শিক্ষানীতি কমিটির সুপারিশগুলো কি?